গাংনীতে গণপিটুনিতে চোর চক্রের এক সদস্যের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রাকের টায়ার চুরি করতে এসে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুন) ভোরে উপজেলার বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনের সামনে অবস্থিত খোকনের টায়ারের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

টায়ার ব্যবসায়ী তুষার আহমেদ জানান, ভোরের দিকে ৪ থেকে ৫ জনের একটি চোর চক্র তার দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে টায়ার চুরির চেষ্টা করে। পাশের কক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে পেয়ে তিনি দ্রুত দোকানে যান।

তিনি বলেন, “দোকানে গিয়ে চোর চক্রের এক সদস্যকে পেছন থেকে ধরে ফেলি এবং চিৎকার শুরু করি। আমার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ সময় চক্রের অন্য সদস্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপে উঠে পালিয়ে যায়। তবে আটক যুবকটি পালাতে ব্যর্থ হয়।”

তিনি আরও জানান, পরে স্থানীয় লোকজন ওই যুবককে মারধর করে। একপর্যায়ে সে গুরুতর আহত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

গাংনীতে ট্রান্সফরমার

চোরচক্রের সদস্য আটক, পালিয়েছে আরও কয়েকজন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ক্যাম্প পুলিশের অভিযানে ট্রান্সফরমার চোরচক্রের এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত গভীর রাতে বামন্দী পশুহাট মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চক্রের আরও কয়েকজন সদস্য পালিয়ে যায়।

আটককৃত ব্যক্তি হলেন কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার রেফায়েতপুর ইউনিয়নের লক্ষীখোলা গ্রামের কালু মালিথার ছেলে উজ্জ্বল মালিথা (৪৮)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে স্থাপিত ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা বেড়ে যায়। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রান্সফরমার চোরচক্রকে শনাক্ত ও আটকে মাঠে নামে পুলিশ।

এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাতে বামন্দী পশুহাট মোড় এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বামন্দী ক্যাম্প পুলিশ। অভিযানের সময় উজ্জ্বল মালিথাকে আটক করা হলেও তার সহযোগী আরও কয়েকজন সদস্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পুলিশ জানায়, আটককৃত ব্যক্তি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চোরচক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। পলাতক সদস্যদের শনাক্ত করে আটকের চেষ্টা চলছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, আটককৃতের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রোববার তাকে মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হবে। পাশাপাশি ট্রান্সফরমার চুরির সঙ্গে জড়িত অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকাসক্ত চোরচক্রের উৎপাতে জনজীবনে অস্বস্তি, বেড়েছে চুরি

আলমডাঙ্গায় সপ্তাহজুড়ে বেড়েছে চোরচক্রের তৎপরতা, একাধিক দোকান-বসতবাড়িতে চুরি হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানা সংলগ্ন হাইরোড এলাকার সিদ্দিকের মুদি দোকানে রাতের আঁধারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে দোকানের পেছনের দরজার তালা ভেঙে চোরেরা ভেতরে প্রবেশ করে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন মূল্যবান মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, দোকানের ক্যাশবাক্সে থাকা নগদ ১০ হাজার টাকা, দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট, মোবাইল ফোন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু মুদি পণ্য চুরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই দোকানটি পরিচালনা করে আসছিলেন মৃত ইচাহক আলির ছেলে সিদ্দিক, যিনি রাতভর দোকান খোলা রাখায় স্থানীয়দের কাছে পরিচিত মুখ।

একই রাতে পৌর শহরের মাদ্রাসা পাড়ার বাসিন্দা রমেশ কর্মকারের বাড়িতেও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি, সিদ্দিকের দোকানের পাশেই থাকা ‘মিডিয়া ওয়াল্ড’ মোবাইল ফোনের দোকানে টিন কেটে প্রবেশের চেষ্টার আলামত পাওয়া গেছে, তবে সেখানে চুরি সফল হয়নি।

এদিকে, সম্প্রতি পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি সফিকুল ইসলাম ও তার ভাই এনামুল হকের বসতবাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটে। প্রায় দুই মাস আগে একই এলাকায় কাজলের দোকান থেকেও দেড় লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়েছিল।
স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, শহর ও গ্রামাঞ্চলে মাদকদ্রব্যের ভয়াবহ বিস্তার এবং মাদকাসক্ত যুবকদের দৌরাত্ম্যে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে। তারা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

চোর শনাক্ত ও গ্রেফতারে এখনো পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয়নি বলেও জানা গেছে। ঘটনাগুলোকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।